যুগান্তর

তারিখ 27 JUN 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

কেন্দ্রে ছাপানো প্রশ্নে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা আজ

যুগান্তর রিপোর্ট

কেন্দ্রে ছাপানো প্রশ্নে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা আজ। দুপুর ২টায় এ পরীক্ষা শুরু হবে। অন্যান্য বছর তিন পার্বত্য জেলা বাদে বাকি ৬১ জেলায় এ নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু ফাঁস রোধে 'কেন্দ্রে প্রশ্ন ছাপিয়ে পরীক্ষা নেয়ার' লক্ষ্যে আজ কেবল ৫টি জেলায় এ পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। এটি নতুন পদ্ধতির পরীক্ষার 'পাইলটিং' (পরীক্ষামূলক) বলে জানা গেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির কাজ শুরু হবে শুক্রবার রাত ১২টার পর। আজ সকাল ৮টার মধ্যে প্রশ্ন প্রণয়ন শেষে তা দুপুর ১২টার মধ্যে পাঠানো হবে জেলা ডিসি অফিসে। সেখানে ছাপার কাজ শেষে প্রশ্নপত্র পাঠানো হবে পরীক্ষা কেন্দ্রে।

যে ৫ জেলায় আজ পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, সেগুলো হল— নড়াইল, মেহেরপুর, নারায়ণগঞ্জ, শরীয়তপুর ও ফেনী। ৭ হাজারের কম প্রার্থী আছে— এ বিবেচনায় এসব জেলাকে বাছাই করা হয়েছে। এই ৫ জেলায় মোট পরীক্ষার্থী ৩০ হাজার ৯৫২ জন। সারা দেশের ৩৭ হাজার ৬৭২টি পুরনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে একজন করে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় দফায় মোট ১৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে গত ৯ ডিসেম্বর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে সর্বমোট ৯ লাখ ৭১ হাজার ৬০৮ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। সে হিসাবে প্রতি পদের জন্য প্রার্থী প্রায় ৬৫ জন। এ পরীক্ষায় ২০ নম্বর ভাইভা এবং ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক মো. আলমগীর যুগান্তরকে বলেন, শুক্রবার রাত ১২টার পর আমরা সেহেরি নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রবেশ করব। মন্ত্রণালয়ের দু'জন অতিরিক্ত সচিব এবং ডিপিইর ৫জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মিলে এ প্রশ্নপত্র তৈরি করব। প্রশ্ন যাতে ফাঁস না হয়, সে জন্য একজন কম্পিউটার অপারেটর ছাড়া আর কোনো 'সাপোর্টিং স্টাফ' (নিম্নপদস্থ কর্মচারী) রাখা হবে না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস বলেন, ভ্রাম্যমাণ প্রশাসকদের (ডিসি) নেতৃত্বে একটি টিম জেলায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রশ্ন ছাপবে। ফাঁস রোধে ভবিষ্যতে কেন্দ্রে এভাবে প্রশ্ন ছাপিয়ে আমরা পরীক্ষা নিতে চাই।